রামমোহনের বহুমাত্রিকতা

আয়োজক : বাংলা বিভাগ, কাটোয়া কলেজ, পূর্ব বর্ধমান

সম্পাদনা : রাজেশচন্দ্র মণ্ডল

২০২২

রামমোহনের বহুমাত্রিকতা

সম্পাদনা
রাজেশচন্দ্র মণ্ডল

অক্ষর
প্রকাশনী

Rammohaner Bahumatrikata
Compilation of articles written on various aspects of Rammohan
Edited by Dr. Rajesh Chandra Mandal

গ্রন্থস্বত্ব : কাটোয়া কলেজ

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০২২

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ :
মৃণালকান্তি গায়েন

বর্ণসংযোজক :
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ, কলকাতা ৪

ISBN 978-93-83161-39-3

৭০০ টাকা

সূচিপত্র

নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ 'রামমোহন' নাটক	অনির্বাণ মান্না	১৭
উনিশ শতকে সমন্বয়বাদী সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃত রাজা রামমোহন রায় : আবির্ভাব ও অবদান	অনুপ পণ্ড্যে	২৯
রামমোহনের মুক্তচিন্তা : রেনেসাঁস বনাম রিফর্মেশন দ্বন্দ্ব	অপালা মল্লিক	৩৯
রামমোহন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব	অভিজিৎ সিংহ	৪৩
ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও রাজা রামমোহন রায়	অংশুমান শেঠ	৪৯
রামমোহনের চিন্তাধারায় দেশীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রভাব— একটি পর্যালোচনা	আবু তৈয়ব সেখ	৫৫
ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রথম কাণ্ডারী রাজা রামমোহন রায় : একটি নিবিড় নিরীক্ষণ	আমিনুর হোসেন কারিকর	৬১
নারীবাদের দৃষ্টিতে নারীর মুক্তি : পৌরোহিত্যে রাজা রামমোহন রায়	আসমা পারভীন খাতুন	৬৫
হিন্দু নারীদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার রক্ষায় রাজা রামমোহন রায়ের অবদান এবং আধুনিক যুগে এর প্রাসঙ্গিকতা	কৌশিক ঘোষ	৭২
রামমোহনের গদ্য ভাবনা	কোয়েল চক্রবর্তী	৭৯
সাময়িকপত্র সম্পাদনায় রামমোহন	গার্গী চট্টোপাধ্যায়	৮৬
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শৈলীতে বাংলায় রামমোহন রায়ের ধর্মভাবনা : পশ্চাদপট ও উত্তর-উপলব্ধি	গোপাল সিংহ	৯১
রামমোহন রায়ের জন্মস্থান ও অন্য রামমোহন	গৌতম নন্দী	১০০
ব্যাকরণ পাঠ : রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ'	জয়ন্ত বিশ্বাস	১০৮
অন্য দৃষ্টিতে রামমোহন	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১১৫
রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীত	জ্যোতির্ময় রায়	১১৮
আধুনিকতার রূপকার রাজা রামমোহন রায়	তুহিনা বেগম	১২৪
নারী ভাবনায় রামমোহন	তৃপ্তি দাস	১৩১
উনিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায় ও আধুনিকতা	দীননাথ মণ্ডল	১৩৯
ঔপনিবেশিক বাংলায় অবাধ বাণিজ্য, কলোনাইজেশন ও নীল চাষ : প্রসঙ্গ রাজা রামমোহন	দেবাশিস সরকার	১৪৮
বাংলা গদ্যের পথপ্রদর্শক রামমোহন রায়: কিছু তথ্য	নির্মলেন্দু সরকার	১৫৯

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীত

জ্যোতির্ময় রায়

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের পর আড়াইশো বছর অতিক্রান্ত। আজও তাঁর জীবন, কর্মকাণ্ড ও রচনা নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনার দুই ধারাই বয়ে চলেছে। 'ভারতপথিক রামমোহন' সমকালের নানা বাধা পেরিয়ে যে নতুন দিশা স্থাপন করেছিলেন, তা আজও ভারতবর্ষের জনচেতনায় বহমান। তাঁর চিন্তনের ভেতরে শুধু সমকালের সমস্যা নয়, তিনি আগামী ভারতবর্ষেকে প্রকৃতরূপ দিতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে ধর্ম বিষয়ে তাঁর ভাবনা ও মত চরম বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্রশাস্ত্রের পাশাপাশি বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে ধর্মের সারকথা অধিগত করে নিয়েছিলেন,ফলস্বরূপ একেশ্বরবাদী চেতনা তাঁর মধ্যে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

সামাজিক নানা কু-প্রথা,অযৌক্তিক বিশ্বাস-সংস্কার, যা মূলত হিন্দু সমাজের অগ্রগতিতে প্রধান অন্তরায় ছিল। তিনি বুঝেছিলেন সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। তাই সহমরণ প্রথা, কুলীন প্রথা, বাল্যবিবাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথাগুলিকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। এ ছাড়াও বিবাহ সংস্কার, বিধবা বিবাহ, নারীর সম্পত্তির অধিকার, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস ও রীতিতে আঘাত আসতেই রক্ষণশীল ব্রহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। প্রতিক্ষেত্রেই তিনি যুক্তি দিয়ে আপন মত প্রকাশ করেন, বিভিন্ন সভায় ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৫),'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭), 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্ম-পৌত্তলিক সংবাদ' (১৮২০), 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩),'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯) প্রভৃতি।

রাজা রামমোহন রায় ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন গাড়ে তুলেছিলেন। ইসলামি ও খ্রিস্টীয় ধর্মের আদলে দ্বৈতবাদের পরিবর্তে বিমূর্ত একক ব্রহ্মোপাসনার জন্য নব উপাসক সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। উপাসনার জন্য উপাসনা গৃহ নির্মাণ ও আরাধনার ক্ষেত্রে সংগীতের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। স্বদেশীয় ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ঐতিহ্য থেকেই তিনি নতুন করে ব্রহ্ম উপাসনার ধারাকে প্রবর্তন করলেন। উপাস্য ব্রহ্মের প্রতি অটল ভক্তি ও বিশ্বাস রেখে ধ্যান, মন্ত্র ও সংগীতের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির স্তরে পৌঁছাতে চাইলেন। নিরাকার ব্রহ্মকে নিয়ে ভক্তিমূলক সংগীত রচনার ধারা বাংলা গানে পূর্বে ছিল না, তবে চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, আউল-বাউলের গান, লোকসংগীতের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার নিরবিচ্ছিন্ন ধারা বহমান ছিল। তিনি তিন-চার হাজার বছর পূর্বের উপনিষদ পুরাণের মধ্যে যে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, সেই ওঁকার পুনরায় উদ্ধার করে আনলেন।